Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৮

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم

নুত্বফাতা 'আলাক্বাতান ফাখালাক্বনাল 'আলাক্বাতা মুদ্বগাতান ফাখালাক্বনাল মুদ্বগাতা- 'ইযা-মান ফাকাসাওয়ানাল্ 'ইযা-মা

আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেছি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করেছি মাংস পিণ্ডে এবং মাংস পিণ্ডকে পরিণত করেছি হাড়ে, অতঃপর

لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبرك الله احسن الخلقين ⑮ ثم انكم بعد

লাহ্মান, ছুম্মা আনশা'না-হু খালক্বান আ-খার, ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহ্সানুল্ খা-লিক্বীন। ১৫। ছুম্মা ইন্নাকুম বা'দা

হাড়কে মাংস দ্বারা ঢেকে দিয়েছি, অবশেষে তাকে অন্য এক সৃষ্টি রূপে উপস্থাপন করেছি। সুমহান আল্লাহ্, কত সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা! (১৫) এরপর তোমাদের

ذلك لميتون ⑯ ثم انكم يوم القيمة تبعثون ⑰ ولقد خلقنا فوقكم سبع

যা-লিকা লামাইয়্যিতূন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি তুব'আছূন। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনা- ফাওক্বাকুম সাব্'আ

অবশ্যই মৃত্যু হবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (১৭) আমিই তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি

طرائق وما كنا عن الخلق غفلين ⑱ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه

ত্বারা—য়িক্বা; ওয়া মা- কুন্না- 'আনিল্ খালক্বি গা-ফিলীন। ১৮। ওয়া আন্যাল্না- মিনাস্ সামা—য়ি মা— আম্ বিক্বাদারিন ফাআস্কান্না-হু

করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টির ব্যাপারে অসচেতন নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর

في الارض وانا على ذهاب به لقدرون ⑲ فانشانا لكم به جنت من

ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইন্না- 'আলা- যাহা-বিম্‌বিহী লাক্বা-দিরূন। ১৯। ফাআনশা'না- লাকুম্ বিহী জান্না-তিম মিন

আমি তা যমীনে সংরক্ষিত রাখি; আমি এই পানি অপসারন করতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও

نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ⑳ وشجرة

নাখীলিওঁ ওয়া 'আনা-ব। লাকুম ফীহা- ফাওয়া-কিহু কাছীরাতুওঁ ওয়া মিন্হা- তা'কুলূন। ২০। ওয়া শাজ্বারাতান

আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি ; এতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল হয়। আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি

تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ㉑ وان لكم في

তাখ্রুজু মিন্ তুরি সাইনা— আ তানবুতু বিদ্দুহ্নি ওয়া স্বিবগিল্ আ-কিলীন ২১। ওয়া ইন্না লাকুম ফিল্

(যায়তুন) বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর দ্বারা ভক্ষণকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয়। (২১) আর চতুষ্পদ জন্তুতে তোমাদের জন্য

الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها

আন'আ-মি লা'ইব্রাহ; নুসক্বীকুম মিম্মা- ফী বুতূনিহা- ওয়ালাকুম্ ফীহা- মানা-ফি'উ কাছীরাতুওঁ ওয়া মিন্হা-

শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তোমাদেরকে আমি তাদের পেটে যা আছে তা পান করাই এবং তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। আর তোমরা তার কিছু

৭ ওয়াক্বফে নাবী

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ سبع طرائق - طرائق অর্থ- তাফসীরকারদের কাছে স্তর, অর্থাৎ আকাশের সাতটি স্তর, উপর নীচ করে বানিয়েছেন। কেউ বলেন طرائق অর্থ- রাস্তা। অর্থাৎ সপ্ত আকাশ বানিয়েছেন, সেখানে ফিরিশতাদের যাতায়াত হয়ে থাকে। (তাঃ ওসমানী) ✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অর্থাৎ আমি পানিকে বায়ুর সহিত মিশাইয়া দিতে পারি, কিংবা যমীনের এত নীচে নামাইয়া দিতে পারি, যাহাতে তোমরা যন্ত্র দ্বারাও বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি তা করি নি। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ وشجرة - এ বৃক্ষ দ্বারা যায়তুন বৃক্ষ বুঝানো হয়েছে। যার দ্বারা তৈল উৎপন্ন হয়। বহু মানুষ তার ফল তরকারী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ বৃক্ষটি বহু উপকারী বিধায়, বিশেষভাবে এ বৃক্ষটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

তা'কুলূন। ২২। ওয়া 'আলাইহা- ওয়া 'আলাল ফুলকি তুহ্মালূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ আরসালনা- নূহ্বান ইলা- ক্বাওমিহী

আহার করে থাক। (২২) তোমরা উটে ও জলযানে আরোহণ করে থাক। (২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا

ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ্; আফালা- তাত্তাকূন। ২৪। ফাক্বালাল্ মালাউল

তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় কর না!' (২৪) তখন তার

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ

লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা- হা-যা~ইল্লা- বাশারুম মিছলুকুম্ ইউরীদু আই ইয়াতাফাদ্দ্বালা 'আলাইকুম্;

সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। যে তোমাদের উপর শ্রেষ্টত্ব পেতে চায়।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا

ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাআন্যালা মালা—য়িকাতাম্; মা- সামি'না- বিহা-যা- ফী~আ-বা— য়িনাল আওওয়ালীন। ২৫। ইন্ হুওয়া ইল্লা-

আল্লাহ্ (রাসূল পাঠানোর) ইচ্ছা করলে ফেরেশ্তাই পাঠাতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি!' (২৫) 'সে-তো একজন উন্মাদ,

رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

রাজুলুম বিহী জ্বিন্নাতুন ফাতারাব্বাস্ব বিহী হ্বাত্তা- হ্বীন। ২৬। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুরনী বিমা- কাযযাবূন।

তাই এর বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' (২৬) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বলছে।'

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ

২৭। ফাআওহ্বাইনা~ইলাইহি আনিস্বনা'ইল্ ফুল্কা বি'আউনিনা- ওয়া ওয়াহ্বয়িনা- ফাইযা- জ্বা- আ আমরুনা- ওয়া ফা-রাত্তানূরু,

(২৭) অতঃপর আমি তার কাছে অহী পাঠালাম, 'আপনি আমার তত্ত্বধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী করুন। এরপর যখন আমার আদেশ আসবে ও যমীন

فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ

ফাস্লুক্ ফীহা- মিন্ কুল্লি যাওজ্বাইনিছনাইনি ওয়া আহ্লাকা ইল্লা- মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল্ ক্বাওলু মিন্হুম,

প্লাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিবেন প্রতিটি প্রাণী এক জোড়া করে এবং আপনার পরিবার বর্গকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে ছাড়া।

وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ

ওয়ালা- তুখা-ত্বিবনী ফিল্লাযীনা য়্বালামূ' ইন্নাহুম মুগ্রাক্বূন। ২৮। ফাইযাস তাওয়াইতা আন্তা

আর জালিমদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, তারা নিমজ্জিত হবেই। (২৮) যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা

✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ এ জন্যযাবতীয় বিপরীত কথা আওড়াইতেছে, যেমন "আমি রাসূল, আর মা'বূদ একা" এস্থলে প্রশ্ন এই যে, পাগলের ইচ্ছাশক্তি থাকে না, সে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা কিরূপে করবে? কাফেররা এমন পরস্পর বিরোধী উক্তি কেমন করে করল? উত্তর ঃ পাগলামীর প্রথম স্তরে ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হয় না, তখন প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা হইতে পারে। আর যদি বদ্ধ পাগলই উদ্দেশ্য হয়, তবে তো পরস্পর বিরোধী উক্তির দরুন কাফেররাই পাগল সাব্যস্ত হল। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ رب انصرنى - সাড়ে নয়শ' বছর ধরে দ্বীনের প্রচার করার পরেও যখন নূহের (আ) সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে, আমাকে তাদের মোকাবেলায় সাহায্য করুন। কেননা, ওরা আমাকে প্রকাশ্যে মিথ্যাবাদী বলে। আমার দ্বীন প্রচারের পথে ওরা প্রতিবন্ধী। (তাঃ ওসমানী)

وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

ওয়া মাম্ মা'আকা 'আলালফুল্কি ফাকুলি লহাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী নাজ্জা-না মিনাল ক্বাওমিয্ য্বা-লিমীন।
জলযানে আরোহণ করবেন, তখন বলবেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।

﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

২৯। ওয়া ক্বুর্ রাব্বি আন্যিলনী মুন্যালাম মুবা-রাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল্ মুন্যিলীন। ৩০। ইন্না-ফী যা-লিকা
(২৯) আরও বলবেন–'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণের সাথে নামিয়ে দিন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।' (৩০) এতে অবশ্যই নিদর্শন

لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَرْسَلْنَا

লাআ-ইয়া-তিওঁ ওয়া ইন্ কুন্না- লামুব্তালীন। ৩১। ছুম্মা আন্শা'না- মিম্ বা'দিহিম ক্বারনান্ আ-খারীন। ৩২। ফাআরসাল্না-
রয়েছে। আর আমি মানুষকে নিশ্চয় পরীক্ষা করে থাকি। (৩১) অতঃপর অন্য এক জাতিকে তাদের পরে সৃষ্টি করেছিলাম। (৩২) তাদের মধ্যে একজন

فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ ع — ২ রুকূ

ফীহিম রাসূলাম্মিন্হুম আনি'বুদূল্লা-হা মা- লাকুমমিন ইলা-হিন্ গাইরুহু; আফালা- তাত্তাকূন।
র.সূলকে এমর্মে পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي

৩৩। ওয়া ক্বা-লাল মালাউ মিন্ ক্বাওমিহিল লাযীনা কাফারূ ওয়া কাযযাবূ বিলিক্বা—য়িল্ আ-খিরাতি ওয়া আত্রাফ্না-হুম ফিল্
(৩৩) তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা– যারা পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে ভোগ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ

হ্বায়া-তিদ দুন্ইয়া-, মা- হা-যা~ইল্লা- বাশারুম মিছ্লুকুম্, ইয়া'কুলু মিম্মা- তা'কুলূনা মিন্হু ওয়া ইয়াশ্রাবু
সম্ভার দিয়েছিলাম তারা বলেছিল, 'এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও

مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَيَعِدُكُمْ

মিম্মা- তাশরাবূন। ৩৪। ওয়া লাইন আত্বা'তুম বাশারাম মিছ্লাকুম ইন্নাকুম ইযাল লাখা-সিরূন। ৩৫। আইয়া'ইদুকুম্
তাই পান করে।'(৩৪) 'যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের অনুগত হও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে;' (৩৫) 'সে কি তোমাদেরকে এ

اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ

আন্নাকুম্ ইযা- মিত্তুম ওয়া কুন্তুম্ তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইযা-মান আন্নাকুম্ মুখ্রাজূন। ৩৬। হাইহা-তা হাইহা-তা
ওয়াদাই দেয় যে, তোমরা মরে গিয়ে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরায় বের করা হবে।' (৩৬) 'তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অনেক

✪ **টীকা (আঃ ২৯)** ঃ এস্থলে অবতরণ অর্থ মেয্বানি। হযরত নূহ (আ)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হে খোদা, জমীন আপনারই, আমার যখন নামিব, তখন আপনারই মেহমান হব। আর আপনি হবেন মেযবান। অতএব আপনি আমাদের মেহমানী উত্তমরূপে করবেন, অর্থাৎ স্বচ্ছলভাবে পান-আহার দিবেন। এমনই তো অন্য লোকও মেহমানী করে থাকে; কিন্তু আপনি তাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম এবং যথাযথ মেযবানী আদায় করে থাকেন। অর্থাৎ আপনিই রুজিদাতা। ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩১)** ঃ قرنا اخرين - এর দ্বারা আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩২)** ঃ رسولا منهم - হযরত হুদ অথবা হযরত সালেহ (আ)। (তাঃ ওসমানী)

لما توعدون (৩৭) ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن

লিমা- তূ'আদূন। ৩৭। ইন্ হিয়া ইল্লা- হায়া-তুনাদদুন্ইয়া- নামূতু ওয়া নাহ্ইয়া- ওয়ামা- নাহ্নু
দূরের কথা, অনেক দূরের!' (৩৭) 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমাদের বাঁচা-মরা সব এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত

بمبعوثين (৩৮) ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له

বিমাব্'উছীন। ৩৮। ইন্ হুওয়া ইল্লা- রাজুলু নিফতারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাওঁ ওয়া মা- নাহ্নু লাহূ
হবো না!' (৩৮) 'সে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী

بمؤمنين (৩৯) قال رب انصرني بما كذبون (৪০) قال عما قليل ليصبحن

বিমু'মিনীন। ৩৯। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুরনী- বিমা- কাযযাবূন। ৪০। ক্বা-লা 'আম্মা- ক্বালীলিল লাইউস্ব্বিহুন্না
নই।' (৩৯) তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন; তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে।' (৪০) আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরেই তারা অনুতপ্ত

ندمين (৪১) فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلنهم غثاء ج فبعدا للقوم

না-দিমীন। ৪১। ফাআখাযাত্ হুমুস্ব স্বাইহাতু বিল হাক্কি ফাজা'আলনা-হুম্ গুছা—আ, ফাবু'দাল লিল ক্বাওমিয্
হবে।' (৪১) অতঃপর ওয়াদা অনুযায়ী এক মহাগর্জন তাদেরকে পাকড়াও করল। আমি তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হোক

الظلمين (৪২) ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين (৪৩) ما تسبق من امة اجلها

যা-লিমীন। ৪২। ছুম্মা- আনশা'না- মিম বা'দিহিম্ কুরূনান আ-খারীন। ৪৩। মা- তাস্বিকু মিন্ উম্মাতিন আজালাহা-
জালিম সম্প্রদায়। (৪২) অতঃপর আমি তাদের পর বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন জাতিই তার নির্ধারিত সময়ের আগে যেতে পারে না,

وما يستاخرون (৪৪) ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه

ওয়া মা- ইয়াস্তা'খিরূন। ৪৪। ছুম্মা আরসাল্না- রুসুলানা- তাত্রা-; কুল্লামা- জা—আ উম্মাতার্ রাসূলুহা- কায্যাবূহু
পিছনেও থাকতে পারে না। (৪৪) পরে আমি একাধিক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। যখনই কোন জাতির কাছে রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلنهم احاديث ج فبعدا لقوم لا يؤمنون (৪৫) ثم

ফাআত্বা'না- বা'দ্বাহুম্ বা'দ্বাওঁ ওয়া জা'আলনা-হুম আহা-দীস, ফাবু'দাললিক্বাওমিল্লা- ইউ'মিনূন। ৪৫। ছুম্মা
অতঃপর তাদের একের পর একেক ধ্বংস করে দিলাম। আর তাদেরকে আমি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংসহোক! (৪৫) অতঃপর

ارسلنا موسى واخاه هرون بايتنا وسلطن مبين (৪৬) الى فرعون وملائه

আরসাল্না- মূসা- ওয়া আখা-হু হা-রূনা; বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া সুল্ত্বা-নিম মুবীন। ৪৬। ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালায়িহী
আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠালাম (৪৬) ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট;

✪ টীকা (আঃ ৪১) ঃ এক অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরক যথাযোগ্যভাবে কঠিন শব্দ এসে ধরেছিল। অর্থাৎ এই ধরা তাদের প্রতি অপরিহার্য ছিল, আর তারা যোগ্যও ছিল। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ فاتبعنا بعضهم - যেমনিভাবে একের পর এক রাসূল এসেছেন, তেমনিভাবে নবুওয়াতের অস্বীকার করার কারণে এ সম্প্রদায় একের পর এক শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে লেগেই রয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ নিদর্শনাবলী অর্থাৎ মো'জিযাহ্গুলি সমস্ত মিলে সেগুলোই সুস্পষ্ট দলীল ছিল, কিম্বা "মোজিযাতে মুছায়ী"র মধ্যে লাঠি প্রধান মো'জিযাহ্ ছিল। এটিকে অন্যান্য মো'জিযাহ হইতে পৃথক করে সুস্পষ্ট বলেছেন, কিম্বা সুস্পষ্ট দলীল বলতে সে দলীলগুলি যা হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের সাথে তর্কালোচনা করার সময় বর্ণনা করতেন।

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا

ফাস্তাক্বারূ ওয়া কা-নূ ক্বাওমান 'আ-লীন। ৪৭। ফাক্বা-লূ~আনু'মিনু লিবাশারাইনি মিছলিনা- ওয়া ক্বাওমুহুমা-

কিন্তু তারা অহঙ্কার করল। তারা ছিল এক উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) তারা বলল, 'আমাদেরই মত দুজন মানুষকে বিশ্বাস করব ? অথচ তাদের কওম আমাদের

لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٨﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

লানা- 'আ-বিদূন। ৪৮। ফাকায্যাবূ হুমা- ফাকা-নূ মিনাল্ মুহ্লাকীন। ৪৯। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

দাসত্ব করে।' (৪৮) অতঃপর তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম,

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্তাদূন। ৫০। ওয়া জ্বা'আল্নাব্না মারইয়ামা ওয়া উম্মাহূ~আ-ইয়াতাওঁ ওয়া আ-ওয়াইনা-হুমা- ইলা- রাব্ওয়াতিন্

যাতে তারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়। (৫০) আমি মরিয়ম-তনয় ও তার জননীকে নিদর্শন স্বরূপ করেছি। তাদেরকে এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي ع ৩ রুকূ ৩

যা-তি ক্বারা-রিওঁ ওয়া মা'ঈন। ৫১। ইয়া~আইয়্যুহার্ রুসুলু কুলূ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি- ওয়া'মালূ স্বা-লিহ্বা' ইন্নী

বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) বলেছিলাম 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন; আপনাদের কৃতকর্ম

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

বিমা তা'মালূনা 'আলীম। ৫২। ওয়া ইন্না হা-যিহী~উম্মাতুকুম্ উম্মাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতাওঁ ওয়া আনা রাব্বুকুম ফাত্তাকূন।

সম্পর্কে আমি অবহিত। (৫২) তোমাদের এই জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক! তাই আমাকেই ভয় কর।

﴿٥٣﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٤﴾ فَذَرْهُمْ فِي

৫৩। ফাতাক্বাত্ত্বা'উ~আম্রাহুম বাইনাহুম্ যুবুরা; কুল্লু হ্বিযবিম্ বিমা- লাদাইহিম্ ফারিহ্বূন। ৫৪। ফাযার্হুম ফী

(৫৩) কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মপন্থাকে বহু বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। (৫৪) তাই তাদেরকে কিছুকালের

غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٥﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٦﴾ نُسَارِعُ

গাম্রাতিহিম্ হ্বাত্তা- হ্বীন। ৫৫। আইয়াহ্বসাবূনা আন্নামা- নুমিদ্দুহুম বিহী- মিম্মা-লিওঁ ওয়া বানীন। ৫৬। নুসা-রি'উ

জন্য তাদের মূর্খতায় থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি ধারণা করে, আমি তাদেরকে যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদি দিয়ে থাকি– (৫৬) তাতে করে

لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

লাহুম্ ফিল্ খাইরা-ত; বাল্লা- ইয়াশ্'উরূন। ৫৭। ইন্নাল্লাযীনা হুম্ মিন্ খাশ্ইয়াতি রাব্বিহিম

তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাব ? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ ولقد اتينا, - ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন, ফিরআউন এবং তার দল ডুবে যাবার পর হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত দেয়া হয়েছিল এবং তাওরাত অবতীর্ণের পরে আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে শাস্তি (গযব) দ্বারা ধ্বংস করেন নি। কিন্তু মুমিনগণকে এ হুকুম দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে জিহাদ কর। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ امة واحدة, - এখানে প্রথম- امتكم। দ্বারা সমকালিন নবীর উম্মতগণকে এবং পরবর্তী امة। দ্বারা দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে এবং এক হবার অর্থ হচ্ছে যে, সব নবীদের (আ) দাওয়াত একই। তাঁরা প্রত্যেকেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দিয়ে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দলই তাদের আকীদা ও আমলের উপর খুশী। তারা সত্য পথ থেকে কতই না দূরে। (কুঃ কারীম)

مُشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا

মুশ্‌ফিকূন। ৫৮। ওয়াল্ লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তি রাব্‌বিহিম ইউ'মিনূন। ৫৯। ওয়াল্ লাযীনা হুম্ বিরাব্‌বিহিম্ লা-
ভীত-সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান আনে। (৫৯) যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে

يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ

ইউশ্‌রিকূন। ৬০। ওয়াল্‌লাযীনা ইউ'তূনা মা~আ-তাওঁ ওয়া কুলূবুহুম্ ওয়াজিলাতুন আন্নাহুম্ ইলা- রাব্‌বিহিম্
শরীক করে না। (৬০) যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে— এ বিশ্বাসে তারা যা দান করার তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে

رٰجِعُونَ ﴿٦١﴾ أُولٰئِكَ يُسٰرِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

রা-জি্'উন। ৬১। উলা— য়িকা ইউসা-রি'উনা ফিল্ খাইরা-তি ওয়া হুম্ লাহা- সা-বিকূন। ৬২। ওয়া লা- নুকাল্লিফু নাফ্‌সান
দান করে, (৬১) তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হয় এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। (৬২) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।

إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي

ইল্লা- উস'আহা- ওয়া লাদাইনা- কিতা-বুইঁ ইয়ান্তিকু বিল্ হাক্কি ওয়া হুম্ লা- ইউয্‌লামূন। ৬৩। বাল্ কুলূবুহুম্ ফী
আর আমার নিকট এমন এক কিতাব আছে, যা সত্যের সাথে অবস্থা বর্ণনা করে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না; (৬৩) বরং এ বিষয়ে তাদের

غَمْرَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمٰلٌ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُونَ ﴿٦٤﴾ حَتّٰى إِذَا أَخَذْنَا

গামরাতিম্‌মিন হা-যা- ওয়া লাহুম্ 'আমা-লুম্‌মিন দূনি যা-লিকা হুম্ লাহা- 'আ-মিলূন। ৬৪। হাত্তা~ইযা~আখাযনা-
অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়া আরও মন্দ কাজ আছে, যা তারা করে থাকে। (৬৪) এমন কি আমি যখন তাদের স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে

مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ قف إِنَّكُمْ مِنَّا لَا

মুত্‌রাফীহিম্ বিল্'আযা-বি ইযা-হুম্ ইয়াজ্‌আরূন। ৬৫। লা- তাজ্‌আরুল ইয়াওমা ইন্নাকুম মিন্না- লা-
আযাব দ্বারা পাকড়াও করব তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে। (৬৫) তাদেরকে বলা হবে, আজ আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য

تُنْصَرُونَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ آيٰتِي تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى أَعْقٰبِكُمْ تَنْكِصُونَ ٥

তুনস্বারূন। ৬৬। ক্বাদ্ কা-নাত্ আ-ইয়া-তী তুত্‌লা- 'আলাইকুম্ ফাকুন্‌তুম 'আলা~'আ'কা-বিকুম তান্‌কিস্বূন।
পাবে না।' (৬৬) আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে পালাতে—

﴿٦٧﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٨﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ

৬৭। মুস্তাক্‌বিরীনা বিহী সা-মিরান তাহ্‌জুরূন। ৬৮। আফালাম্ ইয়াদ্দাব্‌বারুল্ ক্বাওলা আম্ জা—আহুম্ মা- লাম্ ইয়া'তি
(৬৭) অহংকার প্রদর্শন করে কুরআনের ব্যাপারে অর্থহীন গল্পগুজব করতে করতে।' (৬৮) তবে কি তারা এই কালামের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না? না তাদের নিকট এমন

○ টীকা (আঃ ৬১) ঃ মু'মেনদের পক্ষেও যেমন আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত আরও নেক কাজসমূহ রয়েছে। অনুরূপভাবে তারাও শির্‌ক-এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু অসৎ কার্যে সর্বদা অভ্যস্ত থাকে। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৭) ঃ به سمرا - به এর সম্বোধন অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে البيت العتيق (কাবাগৃহ) অথবা হেরেম শরীফ। অর্থাৎ কা'বাগৃহের দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে তাদের উপর ছিল তার অহংকারে তারা আল্লাহর আয়াতকে উপহাস করে বা অস্বীকার করে সেখান (পাঠের স্থান) থেকে চলে যেত। কেউ কেউ তার সম্বোধন কুরআনের দিকেও বলেছেন। (কুঃ কারীম)

اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ

আ-বা—আহুমুল্ আওওয়ালীন। ৬৯। আম্ লাম্ ইয়া'রিফূ রাসূলাহুম্ ফাহুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন। ৭০। আম্ ইয়াকূলূনা
কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি ? (৬৯) নাকি তারা তাদের রাসূলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? (৭০) নাকি তারা বলে,

بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧١﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ

বিহী জিন্নাহ্, বাল জা—আহুম বিল্ হাক্বক্বি ওয়া আক্‌ছারুহুম্ লিল্ হাক্বক্বি কা-রিহূন। ৭১। ওয়া লাওয়িত তাবা'আল হাক্বক্বু আহ্ওয়া—আহুম্
তিনি পাগল; বরং তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) দীনে হক যদি তাদের কামনা-বাসনার

لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ

লাফাসাদাতিস্ সামা-ওয়া-তু ওয়াল্ আরদ্বু ওয়া মান্ ফীহিন্না ; বাল্ আতাইনা-হুম্ বিযিক্‌রিহিম্ ফাহুম্ 'আন যিক্‌রিহিম্
অনুগামী হত, তবে আসমান, যমীন এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত; বরং তাদেরকে আমি উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু তারা উপদেশ থেকে

مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٢﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّكَ

মু'রিদ্বূন। ৭২। আম্ তাস্‌আলুহুম খারজান ফাখারা-জু রাব্বিকা খাইরুওঁ, ওয়াহুয়া খাইরুর্ রা-যিক্বীন। ৭৩। ওয়া ইন্নাকা
মুখ ফিরে রয়েছে। (৭২) আপনি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা (৭৩) আপনি তো

لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٤﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ

লাতাদ্'উহুম্ ইলা- স্বিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম। ৭৪। ওয়া ইন্নাল্ লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি 'আনিস্ব
অবশ্যই তাদেরকে সরল পথে ডাকছেন। (৭৪) নিশ্চয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারা তো সরল পথ থেকে

الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ

স্বিরা-ত্বি লানা-কিবূন। ৭৫। ওয়া লাও রাহিম্‌না-হুম্ ওয়া কাশাফ্‌না- মা- বিহিম্ মিন দ্বুর্‌রিল্‌লাজ্জূ ফী ত্বুগ্‌ইয়া-নিহিম্
সরে পড়েছে। (৭৫) আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ- দুর্দশা দূর করলেও তারা বার বার অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে

يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ۝

ইয়া'মাহূন। ৭৬। ওয়া লাক্বাদ্ আখাযানা-হুম্ বিল্ 'আযা-বি ফামাস তাকা-নূ লিরাব্বিহিম ওয়া মা- ইয়াতাদ্বার্‌রা'উন।
ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বীনিত হল না এবং কাতর হয়ে প্রার্থনাও করল না।

﴿٧٧﴾ حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ

৭৭। হাত্তা~ইয়া- ফাতাহ্‌না- 'আলাইহিম্ বা-বান যা- 'আযা-বিন শাদীদিন ইযা-হুম্ ফীহি মুবলিসূন। ৭৮। ওয়া হুওয়াল
(৭৭) এমনকি যখন আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেই, তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। (৭৮) তিনিই

এক চতুর্থাংশ

রুকূ ৪ ৫৭ ৪

○ টীকা (আঃ ৭১) ঃ কেননা, সত্য ধর্মকে তাদের ইচ্ছার বশীভূত করে দিলে জগতে বিধর্মাচরণ ও অংশীবাদ ছড়াইয়া পড়ত। ফলে আল্লাহ তা'আলার গযব এসে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমস্ত আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে বিধর্মাচরণ ব্যাপক হওয়ায় কিয়ামত কায়েম হয়ে সবকিছু ধ্বংস হবে। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৭৭) ঃ মক্কার কাফেরদের অবাদ্যাচরণের দরুন রাসূল (স) বদ-দো'আ করলে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবু সুফইয়ান হুযূর (স)-কে বলল, আপনি জগতের জন্য রহমত। কুরাইশরা আপনারই আত্মীয়। দো'আ করুন, যাতে দুর্ভিক্ষ দূর হয়। রাসূল (স) দো'আ করলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু কুরাইশরা পুনরায় সে অবাধ্যাচরণ শুরু করল। এ সম্বন্ধে এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। (কুঃ কাঃ)

الَّذِىْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ

লাযী~আনশাআ লাকুমুস সাম্'আ ওয়াল্ আব্স্বা-রা ওয়াল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বালীলামমা- তাশ্কুরূন। ৭৯। ওয়া হুওয়াল্

তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে

الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ

লাযী যারাআকুম ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্শারূন। ৮০। ওয়া হুওয়াল্লাযী ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু

পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান

وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨١﴾ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ

ওয়া লাহুখ্ তিলা-ফুল্ লাইলি ওয়ান্নাহা-র, আফালা- তা'ক্বিলূন। ৮১। বাল্ ক্বা-লূ মিছলা মা- ক্বা-লাল্

এবং তাঁরই বিধানে রাত ও দিন পরিবর্তিত হয়। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) তারপরও তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতই

الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٣﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا

আওওয়ালূন। ৮২। ক্বা-লূ~আ ইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইযা-মান আইন্না- লামাব্'উছূন। ৮৩। লাক্বাদ্ উ'য়িদ্না-

কথা বলে, (৮২) তারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব?' (৮৩) ইতিপূর্বে

نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٤﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ

নাহ্নু ওয়া আ-বা— উনা- হা-যা- মিন্ ক্বাবলু ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল আওওয়ালীন। ৮৪। কুল্ লিমানিল্ আর্দ্বু

আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এ ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া অন্য কিছু নয়।' (৮৪) বলুন, যদি তোমরা জান তবে বল,

وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٥﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ

ওয়া মান্ ফীহা~ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ৮৫। সাইয়াক্বূলূনা লিল্লা-হ্; কুল্ আফালা- তাযাক্কারূন। ৮৬। কুল মার্

'পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা কার? (৮৫) তারা বলবে, 'আল্লাহ্র।' বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' (৮৬) বলুন,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٧﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٨﴾

রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তিস সাব্'য়ি ওয়া রাব্বুল্ 'আরশিল্ 'আ'যীম। ৮৭। সাইয়াক্বূলূনা লিল্লা-হ, কুল আফালা- তাত্তাকূন।

'কে সপ্তাকাশ এবং মহাআরশের অধিপতি ? (৮৭) তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৮। কুল মাম্ বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়া ইউজীরু ওয়া লা- ইউজা-রু 'আলাইহি ইন কুন্তুম্ তা'লামূন।

(৮৮) বলুন, 'যদি তোমরা জান, তবে বল, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না?'

✪ টীকা (আঃ ৮২) ঃ অর্থাৎ, তাঁর অসীম ক্ষমতার এ প্রমাণসমূহ দ্বারা তাঁর একত্ব এবং পুনরুত্থানের ক্ষমতা উভয়ই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও তোমরা মান না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮৪) ঃ তাহাদের এ উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তদ্দ্বারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একত্ববাদের প্রতিও অবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং উক্ত কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দিকে তাঁর একত্বও প্রমাণ করা হচ্ছে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ ভাবিয়া দেখলেই তো আল্লাহ তা'আলার পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা এবং তাঁর এককতা এই উভয়ের প্রমাণ পাবে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ বরং তাঁর ক্ষমতা এবং পুনর্জীবন প্রদানের নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করছ। (বঃ কোঃ)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

৮৯। সাইয়াক্বূলূনা লিল্লা-হ্; ক্বুল ফাআন্না- তুস্হারূন। ৯০। বাল্ আতাইনা-হুম্ বিল হাক্বক্বি ওয়া ইন্নাহুম

(৮৯) তারা বলবে, 'আল্লাহ্র।' বলুন, 'তাহলে তোমরা কিভাবে জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' (৯০) বরং আমি তো তাদের কাছে সত্যবাণী পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তারা তো

لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ

লাকা-যিবূন। ৯১। মাত্তাখাযাল্লা-হু মিওঁ ওয়ালাদিওঁ ওয়া মা- কা-না মা'আহূ মিন্ ইলা-হিন ইযাল্লাযাহাবা কুল্লু ইলা-হিম্

মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন ইলাহও নেই; থাকলে প্রত্যেক উপাস্য স্ব স্ব সৃষ্টি নিয়ে বিভক্ত

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩٢﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ

বিমা- খালাক্বা ওয়া লা'আলা- বা'দুহুম 'আলা- বা'দ্, সুব্হা-নাল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ৯২। 'আ-লিমিল্ গাইবি

হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য পেতে চাইত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তারা যাকে

وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٣﴾ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٤﴾ رَبِّ فَلَا ع ١٥ ٥ রুকূ

ওয়াশ্ শাহা-দাতি ফাতা'আ-লা- আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৯৩। ক্বুর্ রাব্বি ইম্মা- তুরিয়ান্নী মা- ইউ'আদূন। ৯৪। রাব্বি ফালা-

শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (৯৩) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক! যে আযাবের ওয়াদা সেই কাফেরদের সাথে করেছেন তা যদি আমাকে দেখাতে চান,' (৯৪) (তবে)

تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ ادْفَعْ

তাজ্'আলনী ফিল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৯৫। ওয়া ইন্না- 'আলা ~আন্ নুরিইয়াকা মা- না'ইদুহুম লাক্বা-দিরূন। ৯৬। ইদ্ফা'

'আমাকে সেই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' (৯৫) আমি তাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছি তা আপনাকে আমি অবশ্যই দেখাতে পারব। (৯৬) যা

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

বিল্লাতী হিয়া আহ্সানুস্ সাইয়্যিআহ্; নাহ্নু আ'লামু বিমা- ইয়াস্বিফূন। ৯৭। ওয়া কুর্রাব্বি আ'ঊযুবিকা মিন্

উত্তম তা দিয়ে মন্দের জবাব দিন। তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (৯৭) বলুন, ' হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্ররোচনা

هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন। ৯৮। ওয়া আ'ঊযুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহ্দুরূন। ৯৯। হ্বাত্তা ~ইযা- জ্বা— আ

থেকে আপনার পানাহ চাই, (৯৮) বলুন, ' হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি,' (৯৯) যখন তাদের কারও

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا

আহ্দাহুমুল মাওতু ক্বা-লা রাব্বির্জি'ঊন। ১০০। লা'আল্লী ~আ'মালু স্বা-লিহ্বান ফীমা- তারাক্তু কাল্লা-; ইন্নাহা-

কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন,' (১০০) 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি

✪ টীকা (আঃ ৯০) ঃ যার ফলে সব সূচনা স্বীকার করছে, কিন্তু উহার শেষফল, একত্ববাদ ও পুনরুত্থানে, অবিশ্বাস করছ। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গী আরও মা'বূদ থাকত, তবে তার নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নিত। ফলে প্রত্যেবে অপরের অংশ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করত। তাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় মা'বূদ নেই। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৯৬) ঃ এই আদেশটি জেহাদের আদেশের বিপরীত নয়। ইহা হুযূর (স)-এর ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর জেহাদের আদেশ ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার। ✪ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ এই প্রার্থনাটি 'নাঊযুবিল্লাহ্' এই কারনে ছিল না যে, হুযূর (স)-এর দণ্ডিত হবার সম্ভাবনা ছিল; বরং এতে কাফেরদের প্রতি আগত শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। (বঃ কোঃ)

كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِى

কালিমাতুন হুওয়া ক্বা—য়িলুহা-; ওয়া মিওঁ ওয়ারা—য়িহিম্ বারযাখুন ইলা- ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন। ১০১। ফাইযা- নুফিখা ফিস্
পূর্বে করিনি।' কখনও তা হবার নয়। এ তো তার কথার কথা মাত্র। তাদের সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এক আড়াল থাকবে। (১০১) যখন শিঙ্গায় ফুক

الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

স্বূরি ফালা~আনসা-বা বাইনাহুম্ ইয়াওমায়িযিওঁ ওয়া লা- ইয়াতাসা—আলূন। ১০২। ফামান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ
দেয়া হবে তখন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না, কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারবে না। (১০২) আর যাদের পাল্লা

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا

ফাউলা— য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন। ১০৩। ওয়া মান খাফ্ফাত্ মাওয়াযীনুহূ ফাউলা—য়িকাল্ লাযীনা খাসিরু~
ভারী হবে, তারাই হবে সফল কাম। (১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে;

اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ اَلَمْ

আন্ফুসাহুম্ ফী জ্বাহান্নামা খা-লিদূন। ১০৪। তালফাহু উজূহাহুমুন্না-রু ওয়া হুম্ ফীহা- কা-লিহূন। ১০৫। আলাম্
তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (১০৪) অগ্নি তাদের চেহারা ঝলসে দিবে এবং তাদের চেহারা হবে বীভৎস; (১০৫) তোমাদের

تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

তাকুন্ আ-ইয়া-তী তুত্লা- 'আলাইকুম ফাকুন্তুম্ বিহা- তুকায্যিবূন। ১০৬। ক্বা-লূ রাব্বানা- গালাবাত্ 'আলাইনা-
কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? তোমরা তো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (১০৬) তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে নিয়েছিল

شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۝

শিক্ওয়াতুনা- ওয়া কুন্না- ক্বাওমান দ্বা— ল্লীন। ১০৭। রাব্বানা~আখ্রিজ্না- মিন্হা- ফাইন্ 'উদ্না- ফাইন্না- য়া-লিমূন।
এবং আমরা পথভ্রষ্ট জাতি ছিলাম। (১০৭) 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুন, যদি পুনরায় আমরা তা করি, তবে আমরা অবশ্যই জালিম হব।

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ

১০৮। ক্বা-লাখ্সাউ ফীহা- ওয়া লা- তুকাল্লিমূন। ১০৯। ইন্নাহূ কা-না ফারীক্বুম্মিন 'ইবা-দী ইয়াক্বূলূনা
(১০৮) আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা বিতাড়িত হয়ে এখানেই থাক ও আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না।' (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত,

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا

রাব্বানা~আ-মান্না- ফাগ্ফিরলানা- ওয়ার্ হ্বাম্না- ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হ্বিমীন। ১১০। ফাত্তাখাযতুমূহুম্ সিখরিয়্যান
'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও রহম করুন, আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (১১০) তাদেরকে তোমরা ঠাট্টার পাত্র

✪ টীকা (আঃ ১০১) ঃ এই মৃত্যুই পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান থাকবে। কেননা, মৃত্যু না ঘটিয়ে উপায় নেই। আবহমান কাল হতেই তাদের সম্মুখে মৃত্যুকালে এই বিপদ উপস্থিত হয়ে এসেছে। তখন সকলেই এরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে এসেছে। কিন্তু কারও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। ✪ টীকা (আঃ ১০২) ঃ মোটকথা, প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ চিন্তায় অস্থির থাকবে এবং কেহ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না যে, ভাই তুমি কি অবস্থায় আছে? তথায় আত্মীয়তাও কাজে আসবে না। পারস্পরিক বন্ধুত্বের পরিচয়ও না। একমাত্র ঈমানই তথায় কাজে আসবে। যার পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশের জন্য একটি দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা দ্বারা আকায়েদ ও আমল ওযন করা হবে। (বঃ কোঃ)

حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١١﴾ اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا

হাত্তা~আনসাওকুম্ যিক্‌রী ওয়া কুনতুম মিন্‌হুম্ তাদ্বহাকূন। ১১১। ইন্নী জ্বাযাইতুহুমুল্ ইয়াওমা বিমা-
বানিয়েছিলে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে পরিহাস করতে। (১১১) 'আমি আজ তাদেরকে ধৈর্যধারণের

صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١٢﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۝

স্বাবারূ~আন্নাহুম্ হুমুল্ ফা—য়িযূন। ১১২। ক্বা-লা কাম্ লাবিছতুম্ ফিল্ আরদ্বি 'আদাদা সিনীন।
প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই হয়েছে সফলকাম।' (১১২) আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে?'

﴿١١٣﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٤﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا

১১৩। ক্বা-লূ লাবিছনা- ইওয়ামান আও বা'দ্বা ইয়াওমিন্ ফাস্আলিল্ 'আ— দ্দীন। ১১৪। ক্বা-লা ইল্লাবিছতুম্ ইল্লা- ক্বালীলাল্‌লাও
(১১৩) তারা বলবে, 'আমরা একদিন বা একদিনের কিছু সময় অবস্থান করেছি। নয়তো গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।' (১১৪) তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই

لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٥﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا

আন্নাকুম কুন্‌তুম তা'লামূন। ১১৫। আফা হ্বাসিব্‌তুম্ আন্নামা- খালাক্বনা-কুম্ 'আবাছাওঁ ওয়া আন্নাকুম্ ইলাইনা- লা-
অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা তা জানতে।' (১১৫) তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে

تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٦﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝

তুরজ্বা'উন। ১১৬। ফাতা'আ-লাল্লা-হুল মালিকুল্ হ্বাক্বক্বু, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, রাব্বুল 'আরশিল কারীম।
ফিরবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্, তিনিই প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ; সুমহান আরশের প্রভু তিনিই।

﴿١١٧﴾ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ

১১৭। ওয়া মাই ইয়াদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা, লা-বুর্‌হা-না লাহূ বিহী, ফাইন্নামা- হ্বিসা-বুহূ 'ইনদা রাব্বিহ্;
(১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে– যার স্বপক্ষে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে।

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ ৬ ع ৬ রুকূ

ইন্নাহূ লা- ইউফ্‌লিহুল কা-ফিরূন। ১১৮। ওয়া কুর্ রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহ্বাম ওয়া আন্‌তা খাইরুর্ রা-হ্বিমীন।
নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১৩) ঃ العادين - (গণনাকারী)-এর দ্বারা সে ফিরিশতাগণকে বুঝান হয়েছে। যারা মানুষের আমলসমূহ এবং বয়সসমূহ লিখে রাখার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অথবা সে সব ব্যক্তিদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা হিসাব গণনায় অভিজ্ঞ। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ১১৫) ঃ অর্থাৎ, কি ভাল হত, যদি তোমরা পৃথিবীতে বুঝতে পারতে যে, পরকালের দীর্ঘতার তুলনায় পৃথিবীর জীবন হিসাবের যোগ্য নয়; বরং স্থায়ী বাসের জন্য ইহা ছাড়া অন্য কোন স্থান রয়েছে! কিন্তু তোমরা মনে করেছিল যে, জীবন শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। এখন যে তোমাদের ভুল প্রকাশ পেয়েছে এবং ঠিক বুঝতে পেরেছ ইহা নিষ্ফল। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১১৭) ঃ ১১৭ নং আয়াতে 'আল্লাহ্‌র সাথে' শব্দটি যোগ করে কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, তারা খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করত। পক্ষান্তরে এই শব্দটি যোগ করার ফলে নাস্তিকদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। কেননা, বহু মূর্তিপূজকরাও খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। আর ইহারা কোন দেবতার উপাসনা না করেও খোদার অস্তিত্ব মানে না। মোটকথা, এবাদতের ইচ্ছাই এদের নেই। (বঃ কোঃ)

সূরা আন নূর
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬৪
রুকূ ঃ ৯

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝١

১। সূরাতুন আন্যাল্না-হা- ওয়া ফারাদ্না-হা ওয়া আন্যাল্না- ফীহা~আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিল্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন।
(১) এ এক সূরা, যা আমিই নাযিল করেছি এবং ফরয করেছি এর বিধান। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা নসীহত প্রাপ্ত হও।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ

২। আয্যা-নিয়াতু ওয়ায্যা-নী ফাজ্লিদূ কুল্লা ওয়া-হিদিম্মিনহুমা- মিয়াতা জ্বাল্দাহ; ওয়ালা- তা'খুযকুম্
(২) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করবে। আর আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করার সময় তাদের

بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

বিহিমা- রা'ফাতুন ফী দীনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ তু'মিনূনা- বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খির, ওয়াল্ ইয়াশ্হাদ্ 'আযা-বাহুমা-
প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর ঈমানদারদের একটি দল যেন তাদের শাস্তির

طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا

ত্বা—য়িফাতুম্মিনাল্ মু'মিনীন। ৩। আয্যা-নী লা- ইয়ান্কিহু ইল্লা- যা-নিয়াতান আও মুশ্রিকাতাওঁ, ওয়ায্যা-নিয়াতু লা-
সময় উপস্থিত থাকে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণী মহিলাকে

يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ

ইয়ানকিহুহা~ইল্লা- যা-নিন আও মুশ্রিক, ওয়া হুর্রিমা যা-লিকা 'আলাল্ মু'মিনীন। ৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়ার্মূনাল্
কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করবে এবং মুমিনদের জন্য এদেরকে হারাম করা হয়েছে। (৪) যারা সতী

الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا

মুহ্স্বানা-তি ছুম্মা লাম্ ইয়া'তূ বিআর্বা'আতি শুহাদা—আ ফাজ্লিদূহুম্ ছামা-নীনা জ্বাল্দাতাওঁ ওয়ালা-
নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ فاجلدوا..... - এ শাস্তি সে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য, যে স্বাধীন, বোধশক্তি সম্পন্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) এবং অবিবাহিত। অথবা বিবাহ করার পরে যৌন সম্ভোগ (সহবাস) করেনি, এবং যে স্বাধীন নয়। তার জন্য পঞ্চাশ কোড়ার অধিক নয় এবং যে মুসলমান স্বাধীন, বোধশক্তিসম্পন্ন বালেগ এবং বিবাহিত তার শাস্তি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা)। (তাঃ ওসমানী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ حرم ذلك - অর্থাৎ, যে পুরুষ ও মহিলা এ কুঅভ্যাসে লিপ্ত তার জন্য এটা কখনো উচিত হবে না যে, সে একজন চরিত্রবান মুসলমানের সাথে তার স্বামী-স্ত্রী ও পারিবারিক সম্পর্ক কায়েম করে। তার কু-চরিত্র এবং কুঅভ্যাসের প্রেক্ষিতে তার মতই অথবা তার চেয়েও জঘন্য চরিত্রের কোন (মুশরিক) পুরুষ মহিলার সাথে তার সম্পর্ক হওয়া উচিৎ। (তাঃ ওসমানী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ فاجلدوهم - এখানে মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন পবিত্র সতী মহিলা অথবা পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অনুরূপভাবে যে মহিলা কোন পবিত্র সৎ পুরুষ অথবা মহিলার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং তাদের এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না। তখন তার জন্য তিনটি হুকুম ঃ ১. তাকে আশিটি কোড়া (দোররা) দেয়া, ২. তার সাক্ষী গ্রহণ না করা, ৩. এবং সে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের কাছে ফাসিক (বিশৃংখলাকারী পাপী) বলে গণ্য।

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ

তাক্ববালূ লাহুম্ শাহা-দাতান আবাদা-, ওয়া উলা~য়িকা হুমুল ফা-সিকূন। ৫। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি
কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। (৫) যদি এরপর তারা তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে

ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ

যা-লিকা ওয়া আস্লাহূ, ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৬। ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূনা আয্ওয়া-জ্বাহুম্ ওয়া লাম
নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৬) আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেদের ছাড়া

يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ

ইয়াকুল্লাহুম্ শুহাদা—উ ইল্লা~আনফুসুহুম্ ফাশাহা-দাতু আহাদিহিম আর্বা'উ শাহা-দাতা-তিম্ বিল্লা-হি, ইন্নাহূ
তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র শপথ করে চারবার এই বলে সাক্ষ্য দেবে,

لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَيَدْرَؤُا

লামিনাস্ স্বা-দিক্বীন। ৭। ওয়াল্ খা-মিসা-তু আন্না লা'নাতাল্লা-হি 'আলাইহি ইন কা-না মিনাল্ কা-যিবীন। ৮। ওয়া ইয়াদ্রাউ
সে অবশ্যই সত্যবাদী, (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে, 'সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র গজব নেমে আসবে।' (৮) আর স্ত্রীর

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۙ

'আনহাল্ 'আযা-বা আন্ তাশ্হাদা আর্বা'আ শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি, ইন্নাহূ লামিনাল্ কা-যিবীন।
শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র শপথ করে এমর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

﴿٩﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

৯। ওয়াল খা-মিসাতা আন্না গাদ্বাবাল্লা-হি 'আলাইহা~ইন্ কা-না মিনাস্ স্বা-দিক্বীন। ১০। ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি
(৯) এবং পঞ্চমবার বলবে,'তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে।' (১০) আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ ع ১০ ৭ রুকূ

'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ ওয়া আন্নাল্লা-হা তাওওয়াবুন হাকীম। ১১। ইন্নাল্লাযীনা জ্বা—উ বিল্ইফকি 'উস্বাতুম্
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়ী না হলে তোমাদের বড় ক্ষতি হয়ে যেত। (১১) যারা এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে

مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ

মিনকুম; লা- তাহ্সাবূহু শার্রাল্লাকুম্, বাল্ হুওয়া খাইরুল্লাকুম; লিকুল্লিমরিইম মিনহুম্মাকতাসাবা
তারা তোমাদেরই একটি দল। একে তোমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের ততটুকুই আছে,

مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ

মিনাল্ ইছম, ওয়াল্লাযী তাওল্লা- কিব্রাহূ মিন্হুম্ লাহূ 'আযা-বুন 'আযীম। ১২। লাও লা~ইয সামি'তুমূহু যান্নাল্
যতটুকু সে পাপ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকায় ছিল তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (১২) তোমরা এ কথা শোনার পর

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ لَوْلَا جَآءُوْ

মু'মিনূনা ওয়াল্ মু'মিনা-তু বিআন্ফুসিহিম্ খাইরাওঁ, ওয়া ক্বা-লূ হা-যা ~ইফ্কুম্মুবীন। ১৩। লাওলা- জ্বা—উ

মুমিন পুরুষ ও নারীরা কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করনি এবং বলনি 'এ তো প্রকাশ্য অপবাদ?' (১৩) তারা কেন এ

عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٤﴾

'আলাইহি বিআরবা'আতি শুহাদা—আ, ফাইযলাম্ ইয়া'তূ বিশ্শুহাদা—য়ি ফাউলা—য়িকা 'ইন্দাল্লা-হি হুমুল্ কা-যিবূন।

ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? সুতরাং তারা যেহেতু সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ ﴿١٤﴾

১৪। ওয়া লাওলা- ফাদ্লুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুহূ ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরা-তি লামাস্সাকুম্ ফী মা ~আফাদ্বতুম্

(১৪) ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন আযাব তোমাদেরকে

فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ

ফীহি 'আযা-বুন 'আযীম। ১৫। ইয্ তালাক্কাওনাহূ বিআল্সিনাতিকুম ওয়াতাক্বূলূনা বিআফ্ওয়া-হিকুম্ মা- লাইসা লাকুম্

পাকড়াও করত। (১৫) যখন তোমরা মুখে মুখে এ কথা প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের

بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ

বিহী 'ইলমুওঁ ওয়া তাহ্সাবূনাহূ হাইয়্যিনাওঁ; ওয়া হুওয়া 'ইন্দাল্লা-হি 'আযীম। ১৬। ওয়ালাও লা~ইয সামি'তুমূহু কুল্তুম্ মা- ইয়াকূনু

ছিল না এবং তোমরা একে হালকা বিষয় মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এ ছিল গুরুতর বিষয়। (১৬) যখন তোমরা এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না–

لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا

লানা~আন্ নাকাতাল্লামা বিহা-যা-; সুব্হা-নাকা হা-যা- বুহ্তা-নুন 'আযীম্। ১৭। ইয়া'ইযুকুমুল্লা-হু আন্ তা'উদূ

'এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ই পবিত্র, মহান, এ তো এক গুরুতর অপবাদ? (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি ঈমানদার

لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

লিমিছলিহী~আবাদান ইন্ কুন্তুম মু'মিনীন। ১৮। ওয়া ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল আ-ইয়া-তি, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম।

হও, তবে পুনরায় কখনও এরূপ আচরণ করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى ﴿١٩﴾

১৯। ইন্নাল্লাযীনা ইউহিব্বূনা আন্ তাশী'আল্ ফা-হিশাতু ফিল্লাযীনা আ-মানূ লাহুম্ 'আযা-বুন আলীমুন, ফিদ্

(১৯) মুমিনদের মধ্যে যারা অশ্লীলতার চর্চা পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোকে ও পরলোকে

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ

দুনইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা- তা'লামূন। ২০। ওয়া লাওলা- ফাদ্লুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুহূ

কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (২০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ স্নেহময়

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ

ওয়া আল্লাল্লা-হা রাঊফুর্ রাহীম। ২১। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ- লা- তাত্তা-বি'উ খুত্বওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন,
ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ রেহাই পেতে না। (২১) হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাবি' খুত্বওয়া-তিশ্ শাইত্বা-নি ফাইন্নাহূ ইয়া'মুরু বিল্ ফাহ্শা—য়ি ওয়াল্ মুনকার; ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি
কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে মনে রেখ, শয়তান নিশ্চয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ

'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ মা- যাকা- মিন্কুম মিন্ আহ্দিন আবাদাওঁ, ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা ইউযাক্কী মাইঁ ইয়াশা—উ;
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করে থাকেন

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي

ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ২২। ওয়া লা- ইয়া'তালি উলুল্ ফাদ্বলি মিন্কুম্ ওয়াস্ সা'আতি আইঁ ইউ'তূ~উলিল্
এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত

الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۡ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا

কুর্বা- ওয়াল্ মাসা-কীনা ওয়াল্ মুহা-জ্বিরীনা ফী সাবীলিল্লা-হ্; ওয়াল ইয়া'ফূ ওয়াল্ ইয়াস্ফাহূ; আলা-
এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছু দেবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে ও তাদের দোষ- ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি

تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

তুহ্ব্বূনা আইঁ ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু লাকুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২৩। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ারমূনাল্ মুহ্স্বানা-তিল্
পছন্দ কর না, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২৩) যারা মুমিনা সতী ও নিরীহ নারীদের প্রতি

الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾ يَّوْمَ

গা-ফিলা-তিল মু'মিনা-তি লু'ইনূ ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরা, ওয়ালাহুম্ 'আযা-বুন 'আযীম। ২৪। ইয়াওমা
অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (২৪) সেদিন তাদের

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ يَوْمَىِٕذٍ يُّوَفِّيْهِمُ

তাশ্হাদু 'আলাইহিম্ আলসিনাতুহুম্ ওয়া আইদীহিম্ ওয়া আর্জুলুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ২৫। ইয়াওমাইযিইঁ ইউ ওয়াফ্ফীহিমুল
বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা,তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে– (২৫) সে দিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য

○ শানে নুযূল (আঃ ২২) ঃ وَلَا يَأْتَلِ - হযরত আয়শার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে কতিপয় মুসলমান অজ্ঞতার কারণে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মাসতাহ। যিনি একজন গরীব মুহাজের ছিলেন। এছাড়াও তিনি হযরত আবু বকরের (রা) আত্মীয় (খালাতো ভাই) ছিলেন। তিনি তাকে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সাহায্যও করেছিলেন। যখন হযরত আয়শার (রা) অপবাদের ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত আবু বকর (রা) তাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ﴿٢٥﴾ الخبيثت للخبيثين

লা-হু দীনাহুমুল হাক্কা ওয়া ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্কুল্ মুবীন। ২৬। আল্ খাবীছা-তু লিল্‌খাবীছীনা
প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য;

والخبيثون للخبيثت والطيبت للطيبين والطيبون للطيبت اولئك

ওয়াল্ খাবীছূনা লিল্ খাবীছা-তি, ওয়াত্ব্ ত্বায়্যিবা-তু লিত্ব্ ত্বাইয়্যিবীনা ওয়াত্ব্ ত্বাইয়্যিবূনা লিত্ব্ ত্বাইয়্যিবা-ত, উলা—য়িকা
দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। তাদের ব্যাপারে তারা

ع ৩ ৯ রুকূ

مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ﴿٢٦﴾ يايها الذين امنوا لا تدخلوا

মুবাররাউনা মিম্মা- ইয়া'কূলূনা, লাহুম্মাগ্‌ফিরাতুঁও ওয়া রিয্‌কুন কারীম। ২৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খুলূ
যা বলে তারা তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর

بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم

বুয়ূতান গাইরা বুয়ূতিকুম্ হাত্তা- তাস্তা'নিসূ ওয়া তুসাল্লিমূ 'আলা~আহ্‌লিহা-; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ লা'আল্লাকুম্
ছাড়া অন্য কারও ঘরে তাদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা

تذكرون ﴿٢٧﴾ فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان

তাযাক্কারূন। ২৮। ফাইল্‌লাম্ তাজিদূ ফীহা~আহাদান ফালা- তাদখুলূহা- হাত্তা- ইউ'যানা লাকুম্, ওয়া ইন্
সতর্ক হতে পার। (২৮) যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও, তবে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না।

قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم ﴿٢٨﴾ ليس

ক্বীলা লাকুমুরজি'উ ফারজি'উ হুওয়া আযকা- লাকুম্, ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা 'আলীম। ২৯। লাইসা
যদি বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে আসবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানেন। (২৯) জন বসতিহীন

عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون

'আলাইকুম জুনা-হুন আন্ তাদ্‌খুলূ বুয়ূতান গাইরা মাস্‌কূনাতিন ফীহা- মাতা-উল লাকুম্, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা- তুব্‌দূনা
ঘরে তোমাদের কোন আসবাবপত্র থাকলে সেখানে প্রবেশে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর

وما تكتمون ﴿٢٩﴾ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك

ওয়ামা- তাক্‌তুমূন। ৩০। কুল্লিল্ মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন্ আব্‌সা-রিহিম্ ওয়া ইয়াহ্‌ফাযূ ফুরূজাহুম্; যা-লিকা
এবং যা তোমরা গোপন কর। (৩০) ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজতে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ لیس علیکم - যে গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ, সে গৃহ সম্পর্কে কেউ বলেন, এর দ্বারা সে গৃহকে বুঝানো হয়েছে যে গৃহ মেহমানদের জন্য ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে। অথবা যে গৃহটি মেহমানদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে গৃহের মালিকের প্রথমবারের অনুমতিই যথেষ্ট। কেউ বলেন, এ গৃহ দ্বারা সে গৃহকে বুঝানো হয়েছে যা পথিকের জন্য তৈরি করা হয়েছে অথবা ব্যবসার গৃহ। (কুঃ কারীম)

أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

আয্কা- লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম বিমা- ইয়াস্না'উন। ৩১। ওয়া কুল্লিল্ মু'মিনা-তি ইয়াগ্দুদ্না মিন্ আব্স্বা-রিহিন্না

রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে জানেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

ওয়া ইয়াহ্ফাজ্না ফুরূজাহুন্না ওয়া লা- ইউব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা- মা- স্বাহারা মিন্হা- ওয়াল্ ইয়াদ্বরিব্না বিখুমুরিহিন্না

দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। যা সাধারণতঃ উন্মুক্ত থাকে তা ছাড়া, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

'আলা- জুউবিহিন্না, ওয়ালা- ইউব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা- লিবু'উলা-তিহিন্না আও আ-বা—য়িহিন্না আও আ-বা—য়ি বু'উ লা-তিহিন্না

তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা তাদের স্বামী, পিতা,

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

আও আবনা—য়িহিন্না আও আব্না—য়ি বু'উলাতিহিন্না আও ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও বানী~ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও বানী~আখাওয়া-তিহিন্না

শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিকটস্থ মহিলা,

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

আও নিসা—য়িহিন্না আও মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা গাইরি উলিল্ ইর্বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি

সেবিকা– যারা তাদের অধিকারভুক্ত-অনুগত, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

আওয়িত্ত্বিফ্লিল্ লাযীনা লাম্ ইয়াস্বহারূ- 'আলা- 'আওরা-তিন্নিসা—য়ি, ওয়ালা- ইয়াদ্বরিব্না বিআর্জুলিহিন্না

অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রদর্শনের

لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

লিইউ'লামা মা- ইউখফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; ওয়া তূবূ ইলাল্লা-হি জ্বামী'আন আইয়্যুহাল্ মু'মিনূনা লা'আল্লাকুম

উদ্দেশ্যে যমীনে সজোরে পা না ফেলে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

তুফ্লিহূন। ৩২। ওয়া আন্কিহুল্ আয়া-মা- মিন্কুম্ ওয়াস্স্বা-লিহীনা মিন্ 'ইবা-দিকুম্ ওয়া ইমা—য়িকুম্;

হতে পার। (৩২) তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ ولا يبدين زينتهن - দ্বারা পোশাক এবং অলংকারসমূহ বুঝানো হয়েছে, যা মহিলারা নিজ রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। * الا ما ظهر - এ আয়াতাংশে সে পোশাক, অলংকার এবং শরীরের সে অংশকে বুঝানো হয়েছে যা ঢেকে রাখা ও পর্দা করা অসম্ভব। যেমন, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস স্পর্শ করার সময় হাত এবং তা দেখার সময় চোখ প্রকাশ পাওয়া। হাতের আংটি, মেহেদী, চোখের সুরমা, কাজল এবং বোরকা অথবা চাদর এগুলোও এক প্রকার অলংকার। এগুলো অনেক সময় প্রয়োজনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখানে সেগুলোর কথাই বুঝানো হয়েছে। (তবে ফিতনা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে)। (কুঃ কারীম) * نسائهن - (আপন মহিলাগণ) ঃ অর্থাৎ, যে মহিলারা তাদের কাছে যাতায়াত করে। তবে তাদের নেককার হতে হবে। অসৎ মহিলাদের সামনে নয়। কারো মতে এ মহিলাদের দ্বারা মুসলমান মহিলাগণকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ

ইঁই ইয়াকূনূ ফুক্বারা—আ ইউগ্নিহিমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম। ৩৩। ওয়াল্ ইয়াস্তা'ফিফিল্লাযীনা

তারা নিঃস্ব হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিয়ে করতে

لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا

লা- ইয়াজ্বিদূনা নিকা-হান হাত্তা- ইউগ্নিয়াহুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াব্তাগূনাল্ কিতা-বা মিম্মা-

অক্ষম, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে স্বচ্ছল না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ

মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ফাকা-তিবূহুম্ ইন্ 'আলিম্তুম্ ফীহিম্ খাইরাওঁ; ওয়া আ-তূহুম্ মিমমা-লিল্লা-হিল

জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি মনে কর তাদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন

الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

লাযী~আ-তা-কুম; ওয়ালা- তুক্রিহূ ফাতাইয়া-তিকুম্ 'আলাল বিগা—য়ি ইন্ আরাদ্না তাহাস্সুনাল্ লিতাব্তাগূ

তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'আরাদ্বাল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-; ওয়া মাইঁ ইউক্রিহ্হুন্না ফাইন্নাল্লা-হা মিম্ বা'দি ইক্রা-হিহিন্না গাফূরুর রাহীম।

হতে বাধ্য করো না। কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম করুনাময়।

﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ

৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ আন্যাল্না— ইলাইকুম্ আ-ইয়া-তিম মুবাইয়্যিনা-তিওঁ ওয়া মাছালাম্ মিনাল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লিকুম্

৪ (৩৪) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি এবং দৃষ্টান্ত পেশ করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

(১৮) ১০ রুকূ

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

ওয়া মাও'ইযাতাল্ লিল্মুত্তাক্বীন। ৩৫। আল্লা-হু নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; মাছালু নূরিহী কামিশ্কা-তিন ফীহা-

আর মুত্তাকীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি; তাঁর জ্যোতির উপমা প্রদীপ দানের মত, যার মধ্যে আছে

مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ

মিস্বা-হুন্; আল্ মিস্বা-হু ফী যুজ্বা-জ্বাহ ; আযযুজ্বা-জ্বাতু কাআন্নাহা- কাওকাবুন দুর্রিয়্যুইঁ ইউক্বাদু মিন্ শাজ্বারাতিম্

এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের পাত্রে স্থাপিত, কাচের পাত্রটি একটি উজ্জল নক্ষত্রের মত; পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রজ্জলিত

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ ولا تكرهوا - জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন লোক নিজের দাসীদের দ্বারা অর্থ আয় করত। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইর কাছে কিছু দাসী ছিল, যাদের দ্বারা অশ্লীল কাজ করিয়ে অর্থ আয় করত। তাদের মধ্য হতে অনেকে মুসলমান হয়েছিল, তারা এ ধরনের অসৎ কাজ করতে অস্বীকার করলে আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের উপর অশ্লীল কাজ করার জন্য জবরদস্তি করত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ওসমানী)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৫) ঃ ...... لا شرقية - অর্থাৎ, সে বৃক্ষটি এমন উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত যেখানে শুধু সূর্য উদয় ও অস্তের সময়ই আলো পড়ে না সারা দিনই (সর্বক্ষণ) আলো পড়তে থাকে এবং এ ধরনের বৃক্ষের ফল সুস্বাদু হয়ে থাকে। এর দ্বারা যয়তুন বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে।

يهدى الله لنوره - এখানে نور দ্বারা ঈমান ও ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

مُبٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ

মুবা-রাকাতিন যাইতূনাতিল লা- শার্কিয়্যাতিওঁ ওয়া লা- গার্বিয়্যাতি, ইঁ ইয়াকা-দু যাইতুহা- ইউদ্বি—উ ওয়া লাও লাম্ তাম্সাস্হু না-র;
করা হয়, যা পূর্ব মুখীও নয় এবং পশ্চিম মুখীও নয়। তাতে অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তৈল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে;

نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ

নূরুন 'আলা- নূর; ইয়াহ্দিল্লা-হু লিনূরিহী মাইঁ ইয়াশা—উ; ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্ছা-লা লিন্না-স;
জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তার জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ ۙ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ

ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৩৬। ফী বুয়ূতিন আযিনাল্লা-হু আন্ তুরফা'আ ওয়া ইউযকারা ফীহাস্মুহূ, ইউসাব্বিহু
এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জানেন। (৩৬) আল্লাহ্ যেসব ঘরে সুউচ্চ মর্যাদাবান করার জন্য এবং তাঁর নাম নেয়ার জন্য আদেশ করেছেন সেখানে সকাল ও

لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

লাহূ ফীহা- বিল্গুদুওয়ি ওয়াল্ আ-স্বা-ল। ৩৭। রিজ্বা-লুল্, লা-তুল্হীহিম্ তিজ্বা-রাতুওঁ ওয়ালা- বাই'উন 'আন্ যিক্রিল্লা-হি
সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে– (৩৭) সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ

ওয়া ইক্বা-মিস্ স্বালা-তি ওয়া ঈতা—য়িয্যাকা-তি; ইয়াখা-ফূনা ইয়াওমান তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল্ কুলূবু
এবং নামায কায়েম রাখতে ও যাকাত প্রদানে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ

وَالْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

ওয়াল্ আবস্বা-র। ৩৮। লিইয়াজ্বিয়াহুমুল্লা-হু আহ্সানা মা- 'আমিলূ ওয়া ইয়াযীদা হুম্ মিন ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লা-হু ইয়ার্যুকু
উল্টে যাবে। (৩৮) যাতে তাদেরকে তাদের সৎকাজের জন্য আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করতে পারেন। আল্লাহ্ যাকে

مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ

মাইঁ ইয়াশা—উ বিগাইরি হিসা-ব। ৩৯। ওয়াললাযীনা কাফারূ~আ'মা-লুহুম্ কাসারা-বিম্ বিক্বী'আতিইঁ ইয়াহ্সাবুহুয্ যাম্
ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (৩৯) যারা কাফের তাদের কর্ম, শূন্য মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে।

الظَّمْاٰنُ مَاۗءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـــًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۭ

আ-নু মা—আ; হ্বাত্তা~ইযা- জ্বা—আহূ লাম ইয়াজ্বিদহু শাইয়াওঁ ওয়া ওয়াজ্বাদাল্লা-হা 'ইনদাহূ ফাওয়াফ্ফা-হু হিসা-বাহ;
অতঃপর সে যখন কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং সেখানে সে আল্লাহ্কে পায়। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দেন,

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ

ওয়াল্লা-হু সারী'উল্ হিসা-ব। ৪০। আও কাযুলুমা-তিন ফী বাহ্রিল লুজ্জিয়্যিইঁ ইয়াগ্শা-হু মওজুম্মিন্ ফাওক্বিহী- মাওজুম্
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুততর। (৪০) অথবা তাদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অন্ধকারের মত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যাকে গ্রাস করে ফেলে,

مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَ

মিন্ ফাওক্বিহী সাহ্বা-ব; জুলুমা-তুম্ বা'দুহা- ফাওক্বা বা'দ্ব; ইযা~আখ্‌রাজা ইয়াদাহূ লাম্ ইয়াকাদ্ ইয়ারা-হা; ওয়া

যার উর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ থাকে। যেন এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার। সে যখন তার হাত বের করে, তখন প্রায় কিছুই

ع ৫/৬ ১১ রুকূ

مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي

মাল্লাম্ ইয়াজ্ব'আ লিল্লা-হু লাহূ নূরান ফামা- লাহূ মিন্ নূর। ৪১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউসাব্বিহু লাহূ মান ফিস

দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনও আলো নেই। (৪১) তুমি কি দেখ না, আকাশ ও

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াত্ত্বাইরু স্বা—ফ্‌ফা-ত; কুল্লুন ক্বাদ্ 'আলিমা স্বালা-তাহূ ওয়া তাস্‌বীহাহ; ওয়াল্লা-হু

পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীরা তাদের ডানা বিস্তার করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তার প্রশংসা ও মহিমা-ঘোষণার পদ্ধতি জানে।

عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

'আলীমুম্ বিমা- ইয়াফ'আলূন। ৪২। ওয়া লিল্লা-হি মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, ওয়া ইলাল্লা-হিল্ মাস্বীর।

তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। (৪২) আকাশমন্ডলি ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

﴿٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

৪৩। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউয্‌জী সাহ্বা-বান্ ছুম্মা ইউআল্লিফু বাইনাহূ ছুম্মা ইয়াজ্ব'আলুহূ রুকা-মান ফাতারাল্ ওয়াদ্‌ক্বা

(৪৩) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, পরে অন্য মেঘমালার সাথে তাকে একত্রিত করেন। অতঃপর সেগুলো

يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ

ইয়াখ্‌রুজু মিন্ খিলা-লিহ; ওয়া ইউনায্‌যিলু মিনাস্ সামা—য়ি মিন্ জ্বিবা-লিন ফীহা- মিম্ বারাদিন ফাউস্বীবু বিহী

স্তরে স্তরে বিন্যাস করেন। তুমি তখন দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টির ধারা; আর আকাশে অবস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা

مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াস্বরিফুহূ 'আম্মাইঁ ইয়াশা—উ; ইয়াকা-দু সানা- বারক্বিহী ইয়াযহাবু বিল্ আব্‌স্বা-র।

এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে তা হটিয়ে দেন। আর মেঘের বিদ্যুৎ-চমক দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ

৪৪। ইউক্বাল্লিবুল্লা-হুল লাইলা ওয়ান নাহা-র; ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্‌রাতাল লিউলীল্ আব্‌স্বা-র। ৪৫। ওয়াল্লা-হু খালাক্বা কুল্লা

(৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ বিচরণশীল

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ علم صلاته - প্রত্যেক সৃষ্টিকেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ বা বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে যে, সে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত কিভাবে করবে।

من جبال - অর্থ আকাশে শিলার পাহাড় রয়েছে, যার থেকে শিলা বর্ষিত হয়। (ইবনে কাসীর) কারো মতে جبال অর্থ– পাহাড়ের মত বড় বড় টুকরা। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টি নয়; বরং যখন ইচ্ছা করেন তখন শিলার বড় বড় টুকরাও বর্ষণ করেন। (ফতহুল কাদীর) অথবা পাহাড়ের মত বড় বড় মেঘমালা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। (কুঃ কারীম)

دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى

দা—ব্বাতিম্ মিম্মা—য়ি; ফামিন্হুম মাইঁ ইয়াম্শী 'আলা- বাত্বনিহ; ওয়া মিন্হুমমাইঁ ইয়াম্শী 'আলা-

সকল জীব-জন্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু পায়ে ভর দিয়ে

رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

রিজ্লাইন, ওয়া মিন্হুম্মাইঁ ইয়াম্শী 'আলা- আর্বা'ই; ইয়াখ্লুকুল্লা-হু মা- ইয়াশা—উ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি

চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ

শাইয়িন ক্বাদীর। ৪৬। লাক্বাদ আন্যাল্না~আ-ইয়া-তিম মুবাইয়িনা-ত; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা— উ ইলা- স্বিরা-ত্বিম

সর্বশক্তিমান্। (৪৬) আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ

মুস্তাক্বীম। ৪৭। ওয়া ইয়াকূলূনা আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়া বির্ রাসূলি ওয়া আত্বা'না- ছুম্মা- ইয়াতাওল্লা- ফারীকুম্মিনহুম্ মিম্

প্রদর্শন করেন। (৪৭) আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাদের আনুগত্য করি।

بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

বা'দি যা-লিক্; ওয়ামা— উলা- য়িকা বিল মু'মিনীন। ৪৮। ওয়া ইযা- দু'উ~ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী

অতঃপর তাদের একদল এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ তারা ঈমানদার নয়। (৪৮) আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا

লিইয়াহ্কুমা- বাইনাহুম্ ইযা- ফারীকুম্মিন্হুম্ মু'রিদ্বূন। ৪৯। ওয়া ইঁ ইঁয়াকুল্লাহুমুল্ হাক্কু ইয়া'তূ~

দেয়ার জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৪৯) কিন্তু সত্য তাদের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের

اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ

ইলাইহি মুয'ইনীন। ৫০। আফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুন আমির্তা-বূ~আম্ ইয়াখা-ফূনা আইঁ ইয়াহীফাল্লা-হু

কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি মহাব্যাধি আছে, না তারা সন্দিহান হয়ে আছে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও

عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا

'আলাইহিম্ ওয়া রাসূলুহ; বাল্ উলা— য়িকা হুমুয্ যা-লিমূন। ৫১। ইন্নামা- কা-না ক্বাওলাল মু'মিনীনা ইযা-

তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই তো জালিম। (৫১) যখন ঈমানদারদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য

তিন চতুর্থাংশ ● ৬ ع ১২ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ অর্থাৎ, মুনাফেকেরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবী করে, কিন্তু এই দাবীর সত্যতা প্রকাশে তাদের মধ্য হতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ হতে মুখ ফিরায়ে লয়। অর্থাৎ, কোন মীমাংসার জন্য কেউ তাদেরকে রাসূল (স)-এর দরবারে যেতে বললে তারা অস্বীকার করে। কেননা, তারা জানে, রাসূল (স)-এর দরবারে প্রাপ্য সাব্যস্ত হলে তিনি তদনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ ফলকথা, প্রকৃত, ঈমান তো কোন মুনাফেকের অন্তরই নেই, কিন্তু এই শ্রেণীর মুনাফেকদের অন্তরে তো বাহ্যিক ঈমানও নেই। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ, তাহারা দেনাদার হলে তো দেনা সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে হুযূর (স)-এর দরবারে যেতে অস্বীকার করে, কিন্তু নিজেরা প্রাপক হলে তাহাদের দাবী সংরক্ষিত হবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে হুযূর (স)-এর দরবারে চলে যায়। (বঃ কোঃ)

دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ۚ وأولئك هم

দু'উ~ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ আইঁ ইয়াক্বূলূ সামি'না- ওয়া আত্বা'না; ওয়া উলা—য়িকা হুমুল্
আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাদের কথায় বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। বস্তুতঃ 'তারাই

المفلحون ﴿٥٢﴾ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم

মুফ্লিহূন। ৫২। ওয়া মাইঁ ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াখ্শাল্লা-হা ওয়া ইয়াত্তাক্বিহি ফাউলা—য়িকা হুমুল
সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগাত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে, তারাই

الفائزون ﴿٥٣﴾ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ۖ قل

ফা—য়িযূন। ৫৩। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লায়িন্ আমার্তাহুম্ লাইয়াখ্রুজুন্ন; কুল
সফলকাম। (৫৩) তারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করে বলে, আপনি আদেশ করলে তারা জিহাদের জন্য অবশ্যই বের হবে। বলুন,

لا تقسموا ۚ طاعة معروفة ۖ إن الله خبير بما تعملون ﴿٥٤﴾ قل أطيعوا الله

লা- তুক্বসিমূ, ত্বা-আতুম মা'রূফাহ্ ; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন। ৫৪। কুল্ আত্বী'উল্লা-হা
তোমরা শপথ করো না, তোমাদের আনুগাত্যের প্রকৃতি তো জানাই আছে। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।' (৫৪) বলুন, তোমরা 'আল্লাহ্র

وأطيعوا الرسول ۚ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ۖ وإن

ওয়া আত্বী'উর্ রাসূল, ফাইন্ তাওল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইহি মা- হুম্মিলা ওয়া 'আলাইকুম মা- হুম্মিল্তুম্; ওয়া ইন্
আনুগাত্য কর এবং রাসূলের আনুগাত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী ও তোমাদের

تطيعوه تهتدوا ۚ وما على الرسول إلا البلغ المبين ﴿٥٥﴾ وعد الله الذين امنوا

তুত্বী'উহু তাহ্তাদূ; ওয়ামা- 'আলার্ রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন। ৫৫। ওয়া'আদাল্লা-হুল লাযীনা আ-মানূ
উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসূলের কাজ তো শুধু সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও

منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من

মিন্কুম্ ওয়া আ'মিলুস্ স্বা-লিহা-তি লাইয়াস্ তাখ্লিফান্নাহুম্ ফিল্ আরদ্বি কামাস তাখ্লাফাল লাযীনা মিন্
সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসন ভার

قبلهم ۖ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد

ক্বাব্লিহিম্, ওয়া লাইউমাকিকিনান্না লাহুম্ দীনাহুমুল লাযীর্তাদ্বা- লাহুম্ ওয়ালা ইউবাদ্দিলান্নাহুম্ মিম্ বা'দি
দান করেছিলেন। আর তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দীনকে– যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন– সুদৃঢ় করবেন এবং অবশ্যই তাদের ভয়-

خوفهم أمنا ۚ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ۚ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم

খাওফিহিম্ আমনা-; ইয়া'বুদূনানী লা- ইউশ্রিকূনা বী শাইয়া-; ওয়া মান কাফারা বা'দা যা-লিকা ফাউলা—য়িকা হুমুল্
ভীতির পর এর পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কোন শরীক করে না। এরপর কেউ কুফরী করলে তারাই

الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

ফা-সিকূন। ৫৬। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়াআ-তুয যাকা-তা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা লা'আল্লাকুম্ তুরহ্বামূন।

সত্যত্যাগী হবে। (৫৬) তোমরা যথাযথভাবে নামায আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَلَبِئْسَ

৫৭। লা- তাহ্সাবান্নাল্ লাযীনা কাফারূ মু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্দ্ব, ওয়ামা' ওয়া-হুমুননা-র, ওয়া লাবি'সাল

(৫৭) তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। তাদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নাম; কত নিকৃষ্ট তাদের

الْمَصِيْرُ ﴿٥٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ

মাস্বীর। ৫৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লিইয়াস্তা'যিনকুমুল্ লাযীনা মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ওয়াল্লাযীনা লাম্

প্রত্যাবর্তনস্থল! (৫৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তোমাদের কাছে আসতে

৭ ع ৭ ১৩ রুকূ

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۭ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ

ইয়াব্লুগুল্ হুলুমা মিন্কুম্ ছালা-ছা মার্রা-ত; মিন্ ক্বাব্লি স্বালা-তিল্ফাজ্রি ওয়া হীনা তাদ্বা'উনা ছিয়া- বাকুম্

এই তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে যে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে

مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۗءِ ۭ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۭ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

মিনায্যাহীরাতি ওয়া মিম্বা'দি স্বালা-তিল্ 'ইশা—য়ি; ছালা-ছু 'আওরা-তিল্লাকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্

বস্ত্র খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময় ছাড়া অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে তোমাদের

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۭ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

ওয়ালা- 'আলাইহিম্ জুনা-হুম্ বা'দা হুন্না; ত্বাওয়্যাফূনা 'আলাইকুম্ বা'দ্বুকুম্ 'আলা- বা'দ্ব; কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল

এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো আসা-যাওয়া করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তার

اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا

লা-হু লাকুমুল্ আ-য়া-ত; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বাকীম। ৫৯। ওয়া ইযা- বালাগাল্ আত্ফা-লু মিন্কুমুল্ হুলুমা ফাল্ ইস্তা'যিনূ

আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

কামাস তা'যানাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্' কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বাকীম।

তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৮) ঃ يا ايها الذين امنوا - রাসূলুল্লাহ (স) একদা এক আনসারী গোলামকে দুপুরের সময় হযরত ওমরকে (রা) ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। গোলাম বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। তখন ওমর ফারূক (রা) শোয়া অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর শরীরের কিছু অংশ থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল। অন্য এক বর্ণনা মতে, তিনি স্ত্রীর সাথে আলাপ করতে ছিলেন। গোলামের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটা ওমর ফারূকের (রা) কাছে খুবই অপছন্দ হল। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে আসল যে, "কতইনা ভাল হত যদি আল্লাহ তায়ালা এ নিষেধ করে দিতেন যে, মাতা-পিতা, পুত্র এবং চাকর ভৃত্যরাও এমন সময় বিনা অনুমতিতে আমাদের গৃহে যেন প্রবেশ না করে।" অতঃপর যখন ওমর ফারূক (রা) রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। ওয়াল ক্বাওয়া'ইদু মিনান্‌নিসা—য়িল্‌লা-তী লা- ইয়ারজূনা নিকা-হান ফালাইসা 'আলাইহিন্না জুনা-হুন আই ইয়াদ্বা'না

(৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

ছিয়া-বাহুন্না গাইরা মুতাবাররিজা-তিম্ বিযীনাহ্; ওয়া আই ইস্তা'ফিফ্না খাইরুল্‌লাহুন্না, ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।

তাদের অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ﴿٦١﴾

৬১। লাইসা 'আলাল্ 'আমা- হারাজুওঁ ওয়া লা- 'আলাল 'আরাজ্বি হারাজুওঁ ওয়ালা- 'আলাল্ মারীদ্বি হারাজুওঁ ওয়া লা- 'আলা~

(৬১) দোষণীয় নয় অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও আহার করা

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

আন্‌ফুসিকুম্ আন্ তা'কুলূ মিন্ বুয়ূতিকুম্ আও বুয়ূতি আ-বা—য়িকুম্ আও বুয়ূতি উম্মাহা-তিকুম্

তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতৃগৃহে, মাতৃগৃহে,

أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

আও বুয়ূতি ইখ্‌ওয়া-নিকুম্ আও বুয়ূতি আখাওয়া-তিকুম্ আও বুয়ূতি 'আমা-মিকুম্ আও বুয়ূতি 'আম্মা-তিকুম্

ভ্রাতৃগৃহে, ভগিনীগৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে,

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ

আও বুয়ূতি আখ্‌ওয়া-লিকুম্ আও বুয়ূতি খালা-তিকুম্ আও মা- মালাক্‌তুম মা-ফা-তিহূহূ~আও স্বাদীক্বিকুম্;

মামাদের গৃহে,খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا

লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন আন্ তা'কুলূ জ্বামী'আন আও আশ্‌তা-তা-; ফাইযা- দাখাল্‌তুম্ বুয়ূতান ফাসাল্লিমূ

তোমরা একসঙ্গে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর- তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

'আলা- আনফুসিকুম্ তাহিয়্যাতাম্‌মিন্ 'ইনদিল্লা-হি মুবা-রাকাতান ত্বাইয়্যিবাহ্; কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি

স্বজনদের প্রতি সালাম করবে- এ হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণকর ও পবিত্র সম্ভাষণ। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন,

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, ইহা বেগানা পুরুষের সম্মুখে মুক্ত করা একেবারেই নিষিদ্ধ। অতএব, শুধু মুখমণ্ডল ও দু'হাতের এবং পায়ের পাতা খোলা রাখা জায়েয। যুবতী স্ত্রীলোক ঢাকিয়া রাখিবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬০) ঃ ان يضعن ثيابهن - হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলা গৃহে যদি অল্প পোশাকে থাকে তা বৈধ। আর যদি পূর্ণ পর্দাসহ থাকে তা সর্বোত্তম এবং গৃহ হতে বের হবার সময়ও যদি অতিরিক্ত পোশাক যেমন বোরকা ইত্যাদি খুলে রাখে তাতে অপরাধ নেই। তবে তার সে অলংকারাদি কোনভাবেই প্রকাশ হতে পারবে না যা গোপন রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তাঃ ওসমানী) ○ টীকা (আঃ ৬১) ঃ অর্থাৎ যদি তুমি কোন অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন কিংবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে তোমার কোন স্বজনের গৃহে গিয়ে গৃহস্বামীর সম্মতিক্রমে কিছু পানাহার কর, তবে কোন ক্ষতি নেই। (বঃ কোঃ)

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ ع ৮ ১৪ রুকু

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন। ৬২। ইন্নামাল মু'মিনূনাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া ইযা- কা-নূ মা'আহূ
যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৬২) তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত

عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ

'আলা- আমরিন জ্বা-মি'য়িল্লাম্ ইয়াযহাবূ হাত্তা- ইয়াস্তা'যিনূহ; ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াস্তা'যিনূনাকা উলা—য়িকাল্
কোন কাজে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে না পড়ে। যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن

লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহ, ফাইযাস্ তা'যানূকা লিবা'দ্বি শা'নিহিম্ ফা'যাল লিমান্
এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। সুতরাং তারা তাদের কোন কাজে আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ে দিন এবং

شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

শি'তা মিন্হুম্ ওয়াস্তাগ্ফির লাহুমুল্লা-হ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৬৩। লা- তাজ্'আলূ দু'আ—
তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ

আর্ রাসূলি বাইনাকুম্ কাদু'আ—য়ি বা'দ্বিকুম্ বা'দ্বা; ক্বাদ্ ইয়া'লামুল্লা-হুল্ লাযীনা ইয়াতাসাল্লালূনা মিনকুম্
তোমাদের একে অপরের সাধারণ আহ্বানের মত মনে করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি সরে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

লিওয়া-যা-, ফাল্ ইয়াহ্যারিল্ লাযীনা ইউখা-লিফূনা 'আন্ আমরিহী~আন্ তুস্বীবাহুম্ ফিত্নাতুন আও ইউস্বীবাহুম্
পড়ে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন; সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় বা কঠিন আযাব

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ

'আযা-বুন আলীম। ৬৪। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; ক্বাদ্ ইয়া'লামু মা~আন্তুম্
তাদেরকে গ্রাস করবেই। (৬৪) জেনে রেখ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা

○ **শানে নুযূল (আঃ ৬২) ঃ** পরিখার যুদ্ধে ক্লান্ত মুসলমানগণ মদীনায় যাওয়ার প্রয়োজন হলে হুযূর (স)-এর অনুমতি নিয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে জুমুআ ও অন্যান্য ধর্মীয় সমাবেশ হতে কোন কোন মুসলমান বিশেষ প্রয়োজনে হুযূর (স)-এর অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতেন। এই সুযোগে এদের আড়ালে মুনাফেকরাও বিনা প্রয়োজনে গোপনে সরে পড়ত। (বঃ কোঃ) ○ **শানে নুযূল (আঃ ৬২) ঃ** ليس على الاعمى - জিহাদে যাবার সময় সাহাবাগণ (রা) এ আয়াতের প্রেক্ষিতে, অক্ষম ব্যক্তিদের কাছে তাদের ঘরের চাবি রেখে যেতেন এবং তাদেরকে ঘরের খাদ্যদ্রব্য খাবার জন্য অনুমতি দিয়ে যেতেন। কিন্তু অক্ষম সাহাবাগণ (রা) অনুমতি পাবার পরেও মালিকের অনুপস্থিতিতে সে গৃহে খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ মনে করতেন না। আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, "আত্মীয়-স্বজন এবং যে গৃহের চাবি তার কাছে আছে সেখানে খেতে কোন গুনাহ নেই ;" (কুঃ কারীম)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ** لاتجعلو دعاء - অর্থাৎ যেমনিভাবে তোমরা একে অন্যকে নাম ধরে ডাক, রাসূলুল্লাহকে (স) সেভাবে নাম ধরে ডেক না। যেমন- হে মুহাম্মদ (স)! তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ অথবা ইয়া নবীয়াল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাক। (কুঃ কারীম) ○ **টীকা (আঃ ৬৪) ঃ** একথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা হয় ইহলোকে না হয় পরলোকে শাস্তি ভোগ করিবে; বরং উভয় কালেই তাদের শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘনে তাঁর ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক এবং এই আদেশ লঙ্ঘন তাঁর অজ্ঞাতও নয়। সুতরাং তাদের শাস্তি অনিবার্য। (বঃ কোঃ)

রুকূ ৯ ع عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

'আলাইহ; ওয়া ইয়াওমা ইউর্জা'উনা ইলাইহি ফাইউনাব্বিউহুম্ বিমা- 'আমিলূ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম।
জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জানেন।

সূরা ফুরক্বা-ন মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৭৭ রুকূ ঃ ৬

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۝١ الَّذِيْ لَهٗ

১। তারা-রাকাল্লাযী নায্যালাল্ ফুর্ক্বা-না 'আলা- 'আব্দিহী লিইয়াকূনা লিল্ 'আ-লামীনা নাযীরা। ২। নিল্লাযী লাহূ

(১) কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। (২) আকাশমন্ডলি

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ালাম্ ইয়াত্তাখিয ওয়ালাদাওঁ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি

ও ভূমন্ডলির সার্বভৌমত্ব তো তারই। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বেও তার কোন শরিক নেই। তিনিই সমস্ত

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ

ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইয়িন ফাক্বাদ্দারাহূ তাক্বদীরা-। ৩। ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী আ-লিহাতাল লা- ইয়াখ্লুকূনা

কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পরিমিতভাবে প্রতিপালন করছেন। (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে,

شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

শাইয়াওঁ ওয়া হুম্ ইউখ্লাকূনা ওয়া লা- ইয়াম্লিকূনা লিআন্ফুসিহিম্ দ্বাররাওঁ ওয়া লা- নাফ্'আওঁ ওয়ালা- ইয়াম্লিকূনা মাওতাওঁ

যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। যারা নিজেদের ভাল ও মন্দের মালিক নয়। আর যারা জীবন ও মৃত্যু

وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝٣ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ

ওয়ালা- হ্বায়া-তাওঁ ওয়ালা- নুশূরা-। ৪। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারু~ইন্ হা-যা- ইল্লা~ইফ্কুনিফ্ তারা-হু ওয়া আ'আ-নাহূ

এবং পুনরুত্থানের মালিক নয়। (৪) কাফেররা বলে, 'এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়; তিনিই [রাসূল (স)] তা উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য

عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝٤ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

'আলাইহি ক্বাওমুন আ-খারূন; ফাক্বাদ্ জ্বা—উ যুল্মাওঁ ওয়াযূরা-। ৫। ওয়া ক্বা-লূ~আসা-ত্বীরুল আওওয়ালীনাক্

এক সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' তারা অবশ্যই সীমালংঘনে ও মিথ্যায় লিপ্ত। (৫) আর তারা বলে, 'এগুলি তো সেকালের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ الفرقان - অর্থ সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ-শিরক, ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্যকারী। এ কুরআন সুস্পষ্টভাবে এর পার্থক্যকারী। এজন্য এ কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৪) ঃ 'অন্যান্য লোকেরা' বলতে ঐসকল ইহুদী নাছারাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাহারা তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিংবা যে সমস্ত ইহুদী ও নাছারা এমনি তাঁর দরবারে সময় সময় আসা-যাওয়া করত। (বঃ কোঃ)

اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٦ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي

তাতাবাহা- ফাহিয়া তুম্লা- 'আলাইহি বুক্বরাতাওঁ ওয়া আস্বীলা-। ৬। ক্বুল্ আন্যালাহুল্লাযী ইয়া'লামুস্ সির্‌রা ফিস্

উপকথা, যা তিনি লিখে নিয়েছেন। এগুলি সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' (৬) বলুন, 'এটি তিনিই নাযিল করেছেন যিনি

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٧ وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ

সামা- ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্ব; ইন্নাহূ কা-না গাফূরার রাহীমা-। ৭। ওয়া ক্বা-লূ মা-লি হা-যার রাসূলি

আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয় জানেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৭) তারা বলে, ' এ কেমন রাসূল যে

يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ

ইয়া'কুলুত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া ইয়াম্শী ফিল আস্ওয়া-ক্ব; লাওলা~উন্যিলা ইলাইহি মালাকুন ফাইয়াকূনা মা'আহূ

আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কেন কোন ফেরেশ্তা নাযিল করা হল না, যে তার সাথে সতর্ককারীরূপে

نَذِيرًا ۝٨ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

নাযীরা-। ৮। আও ইউল্ক্বা~ইলাইহি কান্যুন আও তাকূনু লাহূ জ্বান্নাতুন ইয়া'কুলু মিন্হা-; ওয়া ক্বা-লায্ব স্বা-লিমূনা

থাকত?' (৮) অথবা তাকে কোন ধনভান্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা থেকে তিনি আহার করতে পারেন ?' জালিমরা আরও বলে,

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝٩ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

ইন্ তাত্তাবি'উনা ইল্লা- রাজুলাম্ মাস্হূরা। ৯। উন্যুর কাইফা দ্বারাবূ লাকাল্ আম্ছা-লা ফাদ্বাল্লূ ফালা-

'তোমরা এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।' (৯) লক্ষ করুন, তারা আপনার কি উপমা দেয়; সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝١٠ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ ع ১৬ রুকূ

ইয়াস্তাত্বী'উনা সাবীলা-। ১০। তাবা-রাকাল লাযী ~ইন্ শা—আ জ্বা'আলা লাকা খাইরাম্মিন যা-লিকা জ্বান্নাতিন

এবং তারা পথ পাবে না। (১০) কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বস্তু দিতে পারেন– যেমন

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۝١١ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ

তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু, ওয়া ইয়াজ্'আল্ লাকা ক্বুস্রা-। ১১। বাল্ কায্যাবূ বিস্ সা-'আতি

উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং তিনি আপনার জন্য বানাতে পারেন প্রাসাদ সমূহ। (১১) কিন্তু তারা কিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١٢ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا

ওয়া আ'তাদ্না- লিমান্ কায্যাবা বিস্ সা-'আতি সা'ঈরা-। ১২। ইযা- রাআত্হুম মিম্ মাকানিম্ বা'ঈদিন সামি'উ লাহা-

যারা কিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জন্য আমি অগ্নিশিখা প্রস্তুত করে রেখেছি। (১২) দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা এর বিক্ষুব্ধ

تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝١٣ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

তাগাইয়ুয্যাওঁ ওয়া যাফীরা। ১৩। ওয়া ইযা- উল্ক্বূ মিন্হা- মাকা-নান্ দ্বাইয়্যিক্বাম্ মুক্বার্‌রানীনা দা'আও হুনা-লিকা ছুবূরা-।

গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে; (১৩) যখন তারা শিকলে বাঁধা অবস্থায় সেখানে কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানে 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলে ডাকবে।

﴿١٤﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٥﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ

১৪। লা- তাদ্‌'উল্ ইয়াওমা ছুবূরাওঁ ওয়াহিদাওঁ ওয়াদ্‌'উ ছুবূরান্ কাছীরা-। ১৫। কুল্ আযা-লিকা খাইরুন্ আম্ জান্নাতুল্

(১৪) বলা হবে, 'আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, বরং অসংখ্য মৃত্যুকে ডাকো।'(১৫) বলুন, এটিই উত্তম, না স্থায়ী জান্নাত–

الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٦﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

খুল্‌দিল্‌লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূন্; কা-নাত্ লাহুম্ জ্বাযা—আওঁ ওয়া মাস্বীরা-। ১৬। লাহুম্ ফীহা- মা- ইয়াশা—উনা

যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে ? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও বাসস্থান। (১৬) সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং

خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

খা-লিদীন্; কা-না 'আলা- রব্বিকা ওয়া'দাম্‌মাস্‌উলা-। ১৭। ওয়া ইয়াওমা ইয়াহ্‌শুরুহুম্ ওয়ামা- ইয়া'বুদূনা

তা স্থায়ী হবে। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। (১৭) যেদিন তিনি তাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

মিন্ দূনিল্লা-হি ফাইয়াকূলু আ আন্‌তুম্ আদ্বলাল্‌তুম্ 'ইবা-দী হা—উলা—য়ি আম্ হুম্ দ্বাল্লুস্ সাবীল্।

করত তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, আমার এই বান্দাদেরকে তোমরাই কি পথভ্রষ্ট করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

﴿١٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ

১৮। ক্বা-লূ সুবহা-নাকা মা- কা-না ইয়ামবাগী লানা~আন্ নাত্তাখিযা মিন্ দূনিকা আওলিইয়া—আ ওয়ালা- কিম্

(১৮) তারা বলবে, 'পবিত্র ও মহান স্বত্ত্বা আপনি! আপনার পরিবর্তে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়। আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের

مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٩﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا

মাত্তা'তাহুম্ ওয়া আ-বা—আহুম্ হাত্তা- নাসুয যিক্‌র, ওয়া কা-নূ ক্বাওমাম্ বূরা-। ১৯। ফাক্বাদ্ কায্‌যাবূকুম্ বিমা-

পিতৃপুরুষদেরকে জীবনোপকরণ দিয়েছিলেন। পরিণামে তারা আপনাকে ভুলে গিয়েছিল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। (১৯) (দেখ) 'তোমাদের উপাস্যরাই

تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا

তাকূলূনা ফামা- তাস্‌তাত্বী'উনা স্বারফাওঁ ওয়ালা- নাস্‌রা-, ওয়া মাই ইয়াযলিম মিন্‌কুম্ নুযিক্বহু 'আযা-বান্

তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে; সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে না, সাহায্যও কামনা করতে পারবে না। যে কেউ সীমালংঘন করুক আমি তাকে মহাআযাব

كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

কাবীরা। ২০। ওয়ামা- আর্‌সালনা- ক্বাব্‌লাকা মিনাল্ মুরসালীনা ইল্লা~ইন্নাহুম্ লাইয়া'কুলূনাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া ইয়াম্‌শূনা ফিল

আস্বাদন করাবই।' (২০) আপনার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো খাবার গ্রহণ করতেন ও হাটে-বাজারে যাতায়াত করতেন।

২ ع ১৭ রুকূ الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

আস্‌ওয়া-ক্ব; ওয়াজ্বা'আলনা- বা'দ্বাকুম্ লিবা'দ্বিন্ ফিত্‌নাহ্; আতাস্বিরূন, ওয়া কা-না রাব্বুকা বাস্বীরা-।

হে মানব জাতি! আমি তোমাদের মধ্যে একক অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে না ? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুই দেখে থাকেন।